বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
www.bmda.gov.bd

ভূমিকা:

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসি'র অধীনে "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)" গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারী রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে "বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)" গঠিত হয় এবং "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায়" অনুমোদিত হয়। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকূপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএ'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকূপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

রূপকল্প (Vision): বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষরোপণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১) ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
২) কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।
৩) কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৪) কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।
৫) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions) :

ক) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
খ) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;
গ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ;
ঘ) কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
ঙ) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;
চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
ছ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রশাসনিক

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৬
বিএমডিএ	৬৫০	৭৮১	--	কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৭৮১ জন জনবল রয়েছে। গ্রেড ১- ১ জন, গ্রেড ৩- ৪ জন, গ্রেড ৪- ১৪ জন, গ্রেড ৫- ৪২ জন, গ্রেড ৬- ১ জন, গ্রেড ৯- ৬৭ জন, গ্রেড ১০- ১৮২ জন, গ্রেড ১১- ৬৯ জন, গ্রেড ১২- ৬৮ জন, গ্রেড ১৩- ৩৮ জন, গ্রেড ১৪- ২৩২ জন, গ্রেড ১৬- ১ জন, গ্রেড ১৯- ৬২ জন। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।

অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউট সোর্সিং ইত্যাদি)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউট সোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
--	--	২৭	২৭

অডিট আপত্তি (২০২৩-২৪ অর্থবছরে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ):

ক্র: নং	সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০(৫-৮)	১১
১	বিএমডিএ	২০১	০	২০১	৩২৮৭৫.৭২	২০১	৩৪	১০৮৮.৭৯	১৬৭	৩১৭৮৬.৯৪

*** জুন, ২০২৩ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ছিল ১৯৯ টি। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সাধারণ মিমাংসিত অনুচ্ছেদ নং ৪ ও ৬ সংকলনভুক্ত অনুচ্ছেদ হিসাবে গণ্য করায় (১৯৯+২) = ২০১টি** পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের হিসাবে প্রতিবেদন দেখানো হয়েছে।

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২৩-২৪) সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০৮	--	০১	০১	০২	০৬

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বিএমডিএ	১৬৪	---	০৬	--	১৭০

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

প্রশিক্ষণ:

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	১২০	---	২১২	---	৩৩২

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় / সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৪৩৩	হাঁ	হাঁ	হাঁ	৪২০

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি এবং আইন, বিধি, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও ক্যাপশনসহ ছবি (প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, উইংভিত্তিক/বিভাগভিত্তিক নয়)

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০২৩-২৪ অর্থ বছর	জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিভূত
খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	২১৯.০০	২৫২৭.৮২
খাস পুকুর পুনঃখনন (টি)	১৬১	৪২৫৭
বিল পুনঃখনন (টি)	৩	৭
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি)	২২	৭৭৮
নদীতে পন্টুন স্থাপন (টি)	২	১৩
খননকৃত পাতকূয়া সোলার সিষ্টেম স্থাপন (টি) ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট)	২৯ (১১৬ কিলোওয়াট)	৬৪০ (১৫৬০ কিলোওয়াট)
সেচযন্ত্রে (LLP) সোলার সিষ্টেম স্থাপন (টি) ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট)	১২৭ (১৯০৫ কিলোওয়াট)	৪২০ (৬৩০০ কিলোওয়াট)
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (সোলার+বিদ্যুৎ) (টি)	১৭৩	৯৬৬
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	--	৪৩৪০
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (কিঃমিঃ)	১০১৭.১৬	১৪০৪৩.৫৬
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ (কিঃমিঃ)	২৫২.২৫	১৮৫১.৫০
ফিতাপাইপ সংগ্রহ (মিটার)	১০০৫০০	৪১৯১০০
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (মিটার)		৪০৩৫
ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ (টি)	১৩	৪৬
লাইট কালভার্ট নির্মাণ (টি)		৮
জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (হেক্টর)	১৯৯৯	১৩০৫৭
বীজ উৎপাদন (প্রতি বছর) (মেট্রিক টন)	৫০০	৮০০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কিঃমিঃ)	--	১১৪৪
ফলদ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	৩.৫০	২৬৮.১৮
তাল বীজ রোপণ (লক্ষ টি)	--	৩৭.৫৪
অপ্রচলিত ফলের চার রোপণ (টি)	১৪০০০০	২৬৬৮০০
অপ্রচলিত ফসলের বীজ ক্রয় কেজি)	১৪৩০	২৫৯০
প্রদর্শণী প্লট স্থাপন (টি)	২৫	৬৪
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	২৬৩৫	১৫৭৭৫২
গভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	--	১১১৮৫
সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (টি)	৭০	১৬৩৩২

খাল, পুকুর ও অন্যান্য জলাধার পুনঃখননঃ

সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২টি পানি সংরক্ষণ কাঠামোসহ (ক্রসড্যাম) ২১৯ কি.মি. খাল, ১৬১টি পুকুর ও ৩টি বিল পুনঃখনন করে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৪৬৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ১৭৩০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদীতে দুটি পন্টুন (ভাসমান পাম্প) স্থাপন করে নদীর পানি খালে স্থানান্তরপূর্বক ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে প্রায় ৭১৫ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দিনাজপুর জেলার সদর **উপজেলায় খননকৃত** দুধিয়া ডারা **খাড়ি**

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় খননকৃত পাতিয়ার দীঘি পরিদর্শন

এলএলপি স্থাপনঃ

সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে ৪৬টি বিদ্যুৎ চালিত ও ১২৭টি সৌরশক্তিচালিত মোট ১৭৩টি এলএলপি স্থাপন করে অতিরিক্ত প্রায় ৪২৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ১২৭টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপি 'তে প্রায় ১৯০৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় স্থাপিত সৌরশক্তিচালিত এলএলপি

পাতকুয়া (Dugwell) খননঃ

২৯টি পাতকুয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামো স্থাপন করে সেখানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে এবং সৌরশক্তি দ্বারা সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে প্রায় ৪৪ হেক্টর জমিতে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমনঃ আলু, পটল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পেঁয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা, মসুর ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ২৯টি সৌরশক্তিচালিত পাতকুয়াতে প্রায় ১১৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।	
	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় স্থাপনকৃত পাতকুয়া

পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনঃ

মাঠ পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করাসহ ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৫০টি এ ধরনের গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে অতিরিক্ত প্রায় ২৬২৫ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রায় ২০৫০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলায় পুনর্বাসিত গভীর নলকূপ

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণঃ

খননকৃত পাতকুয়ায় ১৪.৭৯ কি.মি. এবং খাল, বিল, দীঘি, পুকুর ও নদীর পাড়ে স্থাপিত এলএলপিতে ১০১৭ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন নির্মাণ ও ২৫১.২৫ কি.মি. ভূ-গর্স্থ পাইপলাইন সম্প্রসারণ করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত প্রায় ২৫০০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ১২৫০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

দিনাজপুর সদর উপজেলায় **ভূ-গর্ভস্থ** সেচনালা সম্প্রসারণ কার্যক্রম

জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশন নালানির্মাণঃ

২৫৪০ মিটার পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১৯৯৯ হেক্টর জলাবদ্ধ জমির পানি খালে প্রবেশ করিয়ে তা সেচকাজে ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জলাবদ্ধ জমিতে চাষাবাদ করে ৬৬৫০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

জলাবদ্ধতা নিরসনে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় খননকৃত দামুয়ার খাল

ফুটওভার ব্রীজ ও ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণঃ

জমিতে কৃষকের উৎপাদিত ফসল, কৃষি যন্ত্রাংশ, অন্যান্য মালামালসহ হালকা যানবাহন ও গরু-ছাগল সহজে পারাপারের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাল ও পানি নিষ্কাশন নালার উপর ১৩টি ফুটওভার ব্রীজ ও ৪০টি ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসল সহজে ঘরে নেয়াসহ বাজারজাত করতে সক্ষম হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলায় নির্মিত ফুটওভার ব্রীজসহ সাবমার্জড ওয়্যার।

অপ্রচলিত ফলের চার ফসলের বীজ সরবরাহ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপনঃ

অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ১৪০০০০টি ফলের চারা রোপণ ও ১৪৩০ কেজি ফসলের বীজ সরবরাহ করে বরেন্দ্র এলাকার কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসলের বাণিজ্যিক চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষকের আয় বহুগুন বৃদ্ধি পাবে, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সার্বিক পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। এছাড়া কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে চিয়াসীড, মিষ্টিভুট্টা, জব, চীনাবাদাম ইত্যাদি মাঠ ফসলের ২২টি; আলুবোখারা, তেজপাতা, লবঙ্গ ইত্যাদি মসলা জাতীয় ফসলের ৮টি, বেভারেজ জাতীয় ফসল কফি এর ৩টি, হলুদ বারহী খেজুর, লংগান, পার্সিমন, এভোক্যাডো, তাইওয়ানী আম (গ্রীণ ও রেড), ড্রাগন ইত্যাদি ফলের ৩০টি এবং ঔষধী ফল মিশরীয় ডুমুরের ১টি মোট ৬৪টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় চিয়াসিড **এর খামার পরিদর্শণ**

সেচযন্ত্রের ব্যবহারঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১৬৪২৯টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ১৫৫৩৮টি ও এলএলপি ৮৯১) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে ৫.৭৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৪৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদনঃ

৫০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতির ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। যা অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বনায়নঃ

খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি, বিল ও রাস্তার ধারসহ বিভিন্ন স্থানে ৩.৫০ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, মেহগনি, সেগুন, নিম, অর্জুনসহ ফলদ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে, যা পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ শহর মৌজায় পুনঃখননকৃত পুকুর পাড়ে বৃক্ষরোপণ।

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় খননকৃত লোহানী বিলের পাড়ে বৃক্ষরোপণ

কৃষক প্রশিক্ষণঃ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversification), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসল চাষাবাদ, সেচকাজে পাতকূয়ার পানি ব্যবহার পদ্ধতি, AWD পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে ২৬৩৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অফিস ভবন নির্মাণঃ

দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নাগরিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর জেলার সদরে ১টি বিভাগীয় ও গাইবান্ধা জেলায় ১টি রিজিয়নাল অফিসভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া দিনাজপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি, বীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি ও পার্বতীপুর উপজেলায় ১টি এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় ১টি জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় নব নির্মিত জোনাল দপ্তর ভবন।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ (১০০ শব্দের মধ্যে):

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নের উপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল (১৬টি) জেলায় ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনাসহ উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণসহ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

(পরিকল্পনা উইং কর্তৃক)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১২টি	৬৬৯.১৯	৬৬৬.৩৯৩ বরাদ্দের বিপরীতে (৯৯.৫৮%)	১২ (বারো) টি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি:

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৩-২৪ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (অক্টোবর,২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৪)	১৯১.২০২৯	৬০.০০	৫৯.৯১২৪ ৯৯.৮৫%	১০০%	১৬৩.৩০১৮২ ৮৫.৪১%	৮৬.৫০%
২	পুকুর পুনঃখনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প;(জুলাই,২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৩)	১৪৬.৮৭৫	৩১.৩৬	৩১.৩৪ ৯৯.৯৪%	১০০%	১৪৬.৩৫২৫ ৯৯.৬৫%	১০০%
৩	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনেল মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (অক্টোবর,২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৪)	২৮৮.১১৬৩	১১১.৫৩	১১০.১৯৬২ ৯৮.৮০%	১১৫.০৮%	২৪০.২৬৯০ ৮৩.৩৯%	৮৮.৯৫%
৪	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প;(অক্টোবর,২০২০-জুন, ২০২৫)	২৮৮.৬৭৭৯	৮৯.৪৬	৮৯.৪২৭২ ৯৯.৯৬%	১০০%	২২৭.১১৪৯ ৭৮.৬৭%	৭৯.০৫%

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৩-২৪ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্প (বিএমডিএ অংশ); (জুলাই,২০২০-জুন, ২০২৩)	০.৪৩৯২	০.০৩	০.০২৮২ ৯৪.০০%	১০০%	০.৪২২৯২ ৯৬.২৯%	১০০%
৬	সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প; (জানুয়ারী' ২২ - ডিসেম্বর, ২০২৬)	৩২২.৯৮৭১	১০৩.৬২	১০৩.৬০৬৫ ৯৯.৯৯%	১০০%	১৬৬.৩৬৭৭ ৫১.৫১%	৬০.১২%
৭	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প- ২য় পর্যায় (অক্টোবর,২০২২-জুন, ২০২৭)	২৪৯.৪০০	৭০.০০	৬৯.৯৮৪৩ ৯৯.৯৮%	১০০%	৮৫.২৬৬৩৪ ৩৪.১৯%	৩৬.০০%
৮	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষামূলক ভাবে ড্রীপ সেচ পদ্ধতির প্রচলন প্রকল্প; (এপ্রিল,২০২২- মার্চ, ২০২৬)	৩২৯.০১৪০	১৫৪.১১	১৫৪.০৯৯১ ৯৯.৯৯%	১০০%	২০৫.০৯২১৫ ৬২.৩৪%	৬৫.৫৮%
৯	বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প;(জুলাই,২০২০-জুন, ২০২৫)	২৯.০৬৬৩	৭.৮৩	৭.৬১৪৫৩ ৯৭.২৫%	১০০%	১৬.৮৭৫০৭ ৫৮.০৬%	৬০.১২%
১০	প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার), (জুলাই,২০২৩-জুন, ২০২৮)	১১০.৯২	৩৭.৭৪	৩৬.৮১২৬৫ ৯৭.৫৪%	১০০%	৩৬.৮১২৬৫ ৩৩.১৯%	৩৪.০৮%
১১	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প, (অক্টোবর,২০২৩-জুন, ২০২৬)	৪০.৫৫	০.৭৫	০.৭৫ ১০০%	১০০%	০.৭৫ ১.৮৫%	১.৮৯
১২	ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পদ্মা নদীর পানি বরেন্দ্র এলাকায় সরবরাহ ও সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (সেপ্টেম্বর, ২০২৩-জুন,২০২৭)	৫৪৮.০৫৬৮	২.৭৬	২.৬২১৯ ৯৫.০০%	৯৫.০০%	২.৬২১৯ ০.৪৮%	০.৬৪%

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	পুকুর পুনঃখনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প; (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৪) (১ম সংশোধিত);	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)	
২	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্প (বিএমডিএ অংশ); (জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২৪)		প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লিড এজেন্সি ডিএই।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) , (জুলাই,২০২৩-জুন, ২০২৮)	বিএমডিএ	১১০৯২.০০	৭০৯.০০	১০৩৮৩.০০	IDA &IFAD
১	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প, (অক্টোবর,২০২৩-জুন, ২০২৬)		৪০৫৫.০০	৪০৫৫.০০	--	
২	ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পদ্মা নদীর পানি বরেন্দ্র এলাকায় সরবরাহ ও সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (সেপ্টেম্বর, ২০২৩-জুন,২০২৭)		৫৪৮০৫.৬৮	৫৪৮০৫.৬৮	--	

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের দপ্তর/সংস্থাওয়ারী কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (জুন/২৪) এর হিসাব বিবরণী:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম:	কর্মসূচির নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অগ্রগতি						জুন/২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				বরাদ্দ	মোট ছাড়কৃত অর্থ	জুন/২৪ পর্যন্ত ব্যয়	ছাড়কৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	সর্বমোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	**নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচী;**	জুলাই, ২২-জুন, ২৪	**৪৫০.০০**	২৭৪.৭৫	২৭৪.৭৫	২৭৪.৭৫	২৭৪.৭৫ (১০০%)	২৭৪.৭৫ (১০০%)	১০০%	৩৬২.৩৭	৩৬২.৩৭ (১০০%) (প্রাপ্তী সাপেক্ষে)	(১০০%)

অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০২৩-২৪) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি) :

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল (যে সকল প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন অর্ন্তভুক্ত আছে)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৩-২৪ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়) (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		প্রকল্পের অবকাঠামো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতি (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৪	৫	৬	৭
১.	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনেল মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (অক্টোবর,২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৪)	১১১.৫৩	১১০.১৯৬২ ৯৮.৮০%	১০০%	বিভাগীয় অফিস ভবন নির্মাণ ১/১টি। রিজিয়নাল অফিস ভবন নির্মাণ ১/১টি।
২.	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প;(অক্টোবর,২০২০-জুন, ২০২৫)	৮৯.৪৬	৮৯.৪২৭২ ৯৯.৯৬%	১০০%	জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ ১/১টি। গুদামসহ জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ ৩/৩টি।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	একক	অর্জন (২০২৩-২৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	সেচ এলাকা সম্প্রসারণ	হেক্টর	২৫০০০	

সুশাসন সংক্রান্ত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সেই আলোকে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ, কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন ও সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে নিম্নোক্ত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)	অগ্রগতি (২০২৩-২৪)
১	২	৩	৪	৫	৬
[১] কৃষি ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১] ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য পানি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি	[১.১.১] মোট সেচকৃত এলাকা	হেক্টর (লক্ষ)	৫.৭২	৫.৭৪৪
		[১.১.২] ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/সম্প্রসারণ	কিঃ মিঃ	৯২৫	৯৪২.৪৯
		[১.১.৩] খাল পুনঃ খনন	কিঃমিঃ	১২০	১২২.৫২
		[১.১.৪] পুকুর/দিঘী/জলাশয় পুনঃখনন	সংখ্যা	৭৫	১০৮
		[১.১.৫] স্থাপিত সোলার পাতকূয়া	সংখ্যা	৫০	৫০
		[১.১.৬] স্থাপিত সোলার প্যানেলযুক্ত সেচ যন্ত্র	সংখ্যা	৭৫	৭৬
		[১.১.৭] সম্প্রসারিত সেচ এলাকা	হেক্টর	৬৮০০	৭২০০.৮৬

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)	অগ্রগতি (২০২৩-২৪)
১	২	৩	৪	৫	৬
[২] কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ	[২.১] সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর সহজলভ্যতা বৃদ্ধি	[২.১.১] ব্যবহৃত মোট সেচ যন্ত্রপাতি (গভীর নলকূপ ও এলএলপি)	ক্রমপুঞ্জিত	১৬১৪৭	১৬২১৪
		[২.১.২] সরবরাহকৃত সেচ যন্ত্রপাতি	সমষ্টি	৩৫	৩৫
		[২.১.৩] পুরাতন গভীর নলকূপ পুনঃস্থাপন	সমষ্টি	৩০০	৩০০
	[২.২] ব্রিডার, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ	[২.২.১] উৎপাদিত বীজ	সমষ্টি	০.০০৫০০	০.০০৫০০
		[২.২.২] বিতরণকৃত বীজ	সমষ্টি	০.০০৫০০	০.০০৫০০
	[২.৩] উচ্চ মূল্যের ফলদ চারার বিতরণ	[২.৩.১] বিতরণকৃত চারা	সমষ্টি	১.০০	১.০০
	[২.৪] বৃক্ষরোপণ	[২.৪.১] রোপিত ফলদ, ঔষধী ও বনজ বৃক্ষ	সমষ্টি	১.৫৭	১.৭৪৫
[৩] কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন	[৩.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম	[৩.১.১] সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ/লার্ণিং সেশন	সমষ্টি	৫	৫
		[৩.১.২] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সমষ্টি	৫০	৫০
	[৩.২] নতুন প্রকল্প অনুমোদন সম্পর্কিত কার্যক্রম	[৩.২.১] অনুমোদিত নতুন প্রকল্প	সমষ্টি	১	২
	[৩.৩] অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	৫০	২৯.০৬
		[৩.৩.২] দ্বি-পক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	সমষ্টি	৫০	৫০
		[৩.৩.৩] ত্রি-পক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	সমষ্টি	৫০	৫০
	[৩.৪] শূন্য পদের বিপরীতে কার্যক্রম গ্রহণ	[৩.৪.১] অর্গানোগ্রাম এর চূড়ান্ত অনুমোদন	তারিখ	২০.০৬.২৪	১৫%
[৪] ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	[৪.১] কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ	[৪.১.১] কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষিত কৃষক	সংখ্যা (লক্ষ)	০.০১৯০০	০.০১৯৩৫
		[৪.১.২] উচ্চ মূল্যের অপ্রচলিত ফল ও ফসল চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষিত কৃষক	সংখ্যা (লক্ষ)	০.০০৩০০	০.০০৩০০

শুদ্ধাচার: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও প্রেরিত ছক মোতাবেক ২০২৩-২৪ বছরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এর প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে চারটি কোয়ার্টারে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম ছিল উল্লেখযোগ্য। কর্মপরিকল্পনার সূচকসমূহের মান মোট ৫০। তন্মধ্যে বিএমডিএ শতভাগ মান অর্জনের প্রমাণক কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। অপরদিকে প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের প্রতিবেদনের উপর কোয়ার্টার শেষে ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাল সেবা:

উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম: আইওটি বেজড প্রি-পেইড মিটার ফর স্মার্ট ইরিগেশন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ে শোকেসিং তারিখ: ১৫ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন শোকেসিং এ উদ্ভাবনটি প্রদর্শন করা হয়।

আইওটি বেজড মিটার ব্যবহারের সুবিধাঃ উদ্ভাবিত মিটারে ভার্চুয়াল মানি ব্যবহারের ফলে কৃষকের ১০-১৫ শতাংশ এবং কর্তৃপক্ষের রিচার্জ বাবদ ১.৫ শতাংশ আর্থিক সাশ্রয় হবে। মিটারে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স থাকায় মটর পোড়ার হার ২৫-৩০ শতাংশ কমবে। সেচ কাজ সরাসরি মনিটরিং ছাড়াও একটি তথ্য ভান্ডার তৈরী হবে। মিটার মেরামত জটিলতায় সেচপাম্প বন্ধ থাকবে না। জমিতে সেচের প্রয়োজন হলে কৃষক ম্যাসেজ পাবেন আর পর্যাপ্ত সেচে মিটারটি অটোমেটিক বন্ধ করে দিবে।

উদ্যোগটির বর্তমান অবস্থা: উদ্যোগটি রংপুর সদর উজেলার আলদাদপুর গভীর নলকূপে সফলভাবে পরীক্ষা ও উন্নয়নের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মিটারটিতে 2G মডিউল ব্যবহার করায় তথ্য আদান প্রদানে কিছুটা সময় সাপেক্ষ হচ্ছে এবং বাগ থাকায় তা নিরসনের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া মিটারটিকে অধিকতর উন্নয়ন এবং ১০টি সেচযন্ত্রে পাইলটিং কাজের জন্য Resource Integration Centre (RIC) তে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরনের প্রেক্ষিতে ৫০ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে 4G মডিউল ব্যবহার করে পালিটিং কাজ জুন/২০২৫ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

তথ্য অধিকার আইন:

[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিঃ চলতি বছরের জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ৩টি আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে যথা সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

[১.২] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশঃ ৩০-০৫-২০২৪ তারিখে সর্বশেষ হালনাগাদপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরী/হালনাগাদকরণঃ ০২-১১-২০২৩ তারিখে হালনাগাদপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণঃ ২৬-১২-২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।

[১.৬] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ ২৭-০৮-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত।

সিটিজেন চাটার:

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) হল নাগরিক এবং সেবাদাতাদের মধ্যেকার একটি চুক্তি যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জবাবদিহি বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিএমডিএ'র অধিকেক্ষে নাগরিকদের সহজে সেবা প্রদানের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের সিটিজেন চার্টার রয়েছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪	অর্জন ২০২৩-২০২৪	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম	[১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিজ দপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ	[১.১.১] সেবো প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ	সংখ্যা	৪	৪	
২		[১.২] ত্রৈমাসিকভিত্তিতে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তদারকির মাধ্যমে হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা না থাকলে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বেয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[১.২.১] সভা আয়োজিত/ প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৪	৪	

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪	অর্জন ২০২৩-২০২৪	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩	বাস্তবায়ন সক্ষমতা উন্নয়ন	[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা না থাকলে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	[২.১.১] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ/ অবহিতকরণ সভা আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪	
৪		[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে নিজ দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কর্মশালা /প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন। আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা না থাকলে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	[২.২.১] প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজিত/বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	১	১	

অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রকৃত অর্জন ২০২৩-২৪	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	[১.১] নির্দিষ্ট সময়ে জিআরএস সিস্টেম, অফলাইন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ ও আপিল নিষ্পত্তি	[১.১.১] অভিযোগ ও আপিল নিষ্পত্তিকৃত	১০০%	১০০%	
০২	[১.১.১] যদি কোন দপ্তর/সংস্থায় ১ম ত্রৈমাসিক জিআরএস সিস্টেম বা অন্য কোনো মাধ্যমে কোনো অভিযোগ পাওয়া না যায়, সে সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২য় ত্রৈমাসিকে স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[১.১.১.১] স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে সভা আয়োজিত	২	১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ বিএমডিএ, নাটোর রিজিয়ন ও ২৬ মে, ২০২৪ বিএমডিএ, বগুড়া রিজিয়ন দপ্তরের আওতায় বিভিন্ন স্থরের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ বিএমডিএ'র সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন গভীর নলকুপের অপারেটরগণ ও স্কীমভূক্ত কৃষকবৃন্দের সমন্বয়ে জিআরএস সিষ্টেম বা অন্য কোনো মাধ্যমে অভিযোগ অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে।	
০৩	[১.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.২.১] মাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	১২	মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ছকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিমাসে প্রেরণ করা হয়েছে।	
০৪	[২.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ / কর্মশালা / সেমিনার আয়োজন **(শুধু ১ম অর্ধবার্ষিকীতে একটি)**	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজিত	২	১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ বিএমডিএ, নাটোর রিজিয়ন ও ২৬ মে, ২০২৪ বিএমডিএ, বগুড়া রিজিয়ন দপ্তরের আওতায় বিভিন্ন স্থরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনার করা হয়েছে।	
০৫	[২.২] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন **(যে কোনো ত্রৈমাসিকে আয়োজন করা যাবে)**	[২.২.১] সভা আয়োজিত	২	১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ বিএমডিএ, নাটোর রিজিয়ন ও ২৬ মে, ২০২৪ বিএমডিএ, বগুড়া রিজিয়ন দপ্তরের আওতায় বিভিন্ন স্থরের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ বিএমডিএ'র সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন গভীর নলকুপের অপারেটরগণ ও স্কীমভূক্ত কৃষকবৃন্দের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে।	

উত্তম চর্চা:

কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী বিএমডিএ নির্মাণ ও ডিজাইন শাখার তত্ত্বাবধানে (১) টিওএন্ডভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ (২) নথি বিনষ্টকরণ (৩) পরিষ্কার-পরিছন্নতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ (৪) কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত ছিল। কার্যক্রমগুলি সম্পাদন পুর্বক কোয়ার্টারভিত্তিক (ত্রৈমাসিক) প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে যা নিম্নোক্তভাবে সম্পাদন করা হয়।

১। **টিওএন্ডভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ ঃ** ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টারে বিএমডিএ প্রধান কার্যালয়ে শাখাভিত্তিক টিওএ্যান্ডভূক্ত অকেজো/অব্যবহৃত মালামাল যেমন ঃ টায়ার, কাঠের আসবাবপত্র, পুরাতন কাগজপত্র, অকেজো/অব্যবহৃত স্টীল আলমারী, ফাইল কেবিনেট, র‌্যাক, কুপন লটারীর ড্রাম, লটারী কাজে ব্যবহৃত লোহার তৈরি নেট, জিআই শীটের তৈরি বৈদ্যুতিক খুটি, জিআই শীটের তৈরি পুরাতন অব্যবহৃত পানির ট্যাংক, ট্রাক্টরের ঢাকনা ও করোনা স্প্রেয়ার শেড ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুতপূর্বক অন্যত্র অপসারন/বিনষ্ট করা হয়েছে।

২। **নথি বিনষ্টকরণ ঃ** ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টারে বিএমডিএ প্রধান কার্যালয়ে শাখাভিত্তিক অপ্রয়োজনীয় নথিপত্র ও বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্রের তালিকা প্রস্তুতকরতঃ অপসারন/বিনষ্ট করা হয়েছে।

৩| **পরিষ্কার-পরিছন্নতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ ঃ** প্রধান কার্যালয়ের অফিস চত্বর, অফিসের কক্ষ, লবি, টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে এবং কাজগুলি সংশ্লিষ্ট শাখা হতে মনিটরিং করা হয়।

৪। **কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিতকরণ ঃ** কর্তৃপক্ষে কর্মরত ৪র্থ শ্রেনির সকল কর্মচারীদের বিভাগীয়ভাবে প্রতিবছর পোষাক সরবরাহ করা হয়। সকল ৪র্থ শ্রেনির কর্মচারী সরবরাহকৃত পোষাক পরিধান করে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হয়।

বর্নিত কার্যক্রমসমূহ কোয়ার্টারভিত্তিক সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং কার্যক্রমসমূহ রুটিন মাফিক চলমান আছে।

বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি:

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সময়ের কিছু অর্জন বা স্বীকৃতি রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

খরা প্রবণ মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধকল্পে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অত্র এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও বাঁধের ধার, পতিত জমিতে, খাল/খাড়ী এবং পুকুর/দিঘীর পাড়ে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষ রোপনের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি স্বরূপ ইতিমধ্যে দুইটি পুরস্কার অর্জন করেছে; ১) প্রথম পুরস্কার-স্বর্ণপদক: বৃক্ষ রোপনে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার-১৯৯২ এবং ২) তৃতীয় পুরস্কার-ব্রোঞ্জ পদক: বৃক্ষ রোপণে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার-১৯৯৭। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১ম স্থান অর্জন করে। আবাদি জমি ও সেচের পানি অপচয় রোধে সকল সেচ যন্ত্রের আওতায় ইউপিভিসি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে গভীর নলকূপের পার্শ্বে ১টি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণের মাধ্যমে পাইপ লাইনের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ করা হয়েছে। সেচের ব্যয় হ্রাসকল্পে কৃষকদের মাঝে প্রি-পেইড কার্ডের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে কৃষকগণ সহজে সেচ সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া সহজে সেচ সুবিধা প্রাপ্তির ফলে একাধিক ফসল উৎপাদন হচ্ছে এবং এর ফলে এ এলাকার ফসলের নিবিড়তা ১১৭ থেকে ২৪০ এ উন্নীত হয়েছে।

কৃষিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কৃষি। বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচ উন্নয়ন এর পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় কৃষকদের সামাজিক জীবন মান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৫৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮৮৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকগণ উন্নতমানের ধান ও গম উৎপাদন কলা কৌশল, মৎস্যচাষ, বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্যের অপ্রচলিত ফল চাষ প্রভৃতি সম্পর্কে বাস্তব সম্মত জ্ঞান লাভ করে আয় বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছেন।

স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

১) খরা প্রবন বরেন্দ্র এলাকার পানির অভাবে যখন ফসল উৎপাদন অসম্ভব ছিল তখন বিএমডিএ'র কল্যাণে এ এলাকায় প্রথম সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইতঃপূর্বে কুপন পদ্ধতিতে সেচ সরবরাহ করা হতো। স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে বর্তমানে ১৫,৪৯০টি গভীর নলকূপ এবং ৯৬৬টি এলএলপিসহ সর্বমোট ১৬,৪৫৬টি সেচযন্ত্র স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার কৃষক স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ গ্রহণ করে। কৃষকরা স্মার্ট কার্ড প্রথমে নিকটবর্তী মোবাইল ভেন্ডিং ডিলারের নিকট হতে সেচের জন্য কার্ড রিচার্জ করে সেচযন্ত্রের প্রি-প্রেইড মিটারে কার্ড স্থাপন করে তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সেচের পানির চাহিদা শেষ হলে প্রি-পেইড মিটার হতে কার্ড বের করে নিলে সেচযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়, ফলে অতিরিক্ত পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ হয়।

২) বারিড পাইপ লাইন স্থাপনঃ বিএমডিএ কর্তৃক ১৫৪৯০টি গভীর নলকূপ এবং ৯৬৬টি এলএলপি সহ সর্বমোট ১৬৪৫৬টি সেচযন্ত্র স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে ১৪,০৪৩ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি সেচ যন্ত্রের ৬০০ মিটার হতে ১০০০ মিটার নালা রয়েছে এবং সেচের পানি নির্গমনের জন্য ১০টি হতে ১৬টি সেচ নির্গমন মুখ (Outlet) রয়েছে। ফলে স্মার্ট প্রি-পেইড কার্ড দ্বারা সেচযন্ত্র চালু করার পর ৪০০-৬০০ মিটার দূরবর্তী জমিতে নির্গমন মুখ দ্বারা তাৎক্ষণিক সেচ গ্রহণ করতে পারছে। এতে পানির অপচয় কম হয়।

৩) সেচ যন্ত্রের অপারেটরের বেতন-ভাতাঃ স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে সেচযন্ত্রের অপারেটরের বেতন মোবাইল এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান হয়। ফলে অপারেটরদের বেতনের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। তারা তাদের এলাকাতেই মোবাইলের মাধ্যমে বেতন পেয়ে থাকে। ফলে অপারেটরের সময় অপচয় ও হয়রানি মুক্ত হয়েছে।

ক্লাইমেট স্মার্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম:

১) সৌরশক্তির ব্যবহারঃ ফসিল (Fossil) ফুয়েলের চাপ কমানো এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে ৪২০টি এলএলপি সেচযন্ত্র সোলার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট সেচযন্ত্র সোলার করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২) ভূ-গর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহারঃ বরেন্দ্র এলাকায় কৃষি কাজ মুলত ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে ক্লাইমেট স্মার্ট সেচের জন্য বিএমডিএ বর্তমানে সেচ কাজে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে ৪২৫৭টি পুকুর পুনঃখনন, ২৫২৭ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন এবং ৫৭২টি বিলের জলাবদ্ধতা নিরসন করা হয়েছে। পুনঃখননকৃত খালে পানি সংরক্ষণের জন্য ৭৭৮টি ক্রসড্যাম এবং রাজশাহী পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীতে ০১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। সেচ কার্যক্রমে নদীর পানি ব্যবহারের ফলে বরেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন নদীতে ১৩টি পন্টুন স্থাপনপূর্বক পার্শ্ববর্তী খালে পানি স্থানান্তর করে বছরব্যপী সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৯৬৬টি এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে।

৩) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহঃ ক্লাইমেট স্মার্টের অংশ হিসেবে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ পানীয় জলের সংকট নিরসনে গ্রামের সন্নিকটবর্তী গভীর নলকূপের সাথে ০১টি ২৫০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতার ব্যাংক ট্যাংক নির্মাণ করে ৮০০০ ফিট পাইপের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১৫৭৯টি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করে প্রায় ০৩ লক্ষ পরিবার নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪) মরুময়তা রোধে বৃক্ষরোপণঃ মরু প্রবল বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন ও মরুময়তা রোধ তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনায়নের লক্ষ্যে রাস্তার ধারে পুনঃখননকৃত পুকুর পাড়ে, খালের পাড়ে ও অন্যান্য সরকারি খাস ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বিএমডিএ এ পর্যন্ত ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টি বৃক্ষরোপণ করেছে।

৫) কৃষক প্রশিক্ষণঃ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নে বিএমডিএ ১,৫৪,৬৯৭ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

কৃষিখাতে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে কার্যক্রম:

বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। সকলের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দারিদ্র্য বিমোচন করতে কৃষি হলো মূল চালিকাশক্তি। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কৃষিখাত সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। এসডিজি-এর ১৭টি গোলের মধ্যে নিম্ন-বর্নিত অভীষ্টগুলি নিয়ে বিএমডিএ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে:

i) Goal 1: ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু;

ii) Goal 6: সবার জন্য পানি ও পয়:নিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ;

iii) Goal 13: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

iv) Goal 15: পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুর্নব্যবহার ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসডিজি সূচক ৬.৪.২ বাস্তবায়নে বিএমডিএ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যা বাস্তবায়নের জন্য বিএমডিএ মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এসডিজি (SDG) বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বর্তমানে ১০ টি প্রকল্প চলমান এবং ৫ টি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া মোট ১৬২৩১ টি সেচযন্ত্র ব্যবহার করে ২০২৩-২৪ সনে বোরো মৌসূমে ৫.৭৬ লক্ষ হেক্টর ও চলতি ২০২৩-২৪ সনে আউস/আমন মৌসূমে ৩.৪৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সুনিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করে ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা অর্জনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

ডেল্টা প্লান ২১০০ হচ্ছে বাংলাদেশের শতবর্ষ মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা। সামনের দিনে দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও আর্থসামাজিক দলিল হিসেবে এ পরিকল্পনা বিবেচিত হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের ৮টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মাত্রা চিহ্নিত করে মোট ৬টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল অন্যতম। বরেন্দ্র অঞ্চলের টেকসই ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজনে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বর্তমানে ৯টি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভিশন ২০৪১ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ রক্ষায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১) সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ করা;

২) ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন করা;

৩) সেচযন্ত্রকে ফোসিল ফুয়েল হতে পর্যায়ক্রমে সোলার শক্তি দ্বারা চালিত করা;

৪) জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বৃক্ষ রোপন ও সংরক্ষণ;

৫) সেন্সর বেইজড সেচ ব্যবস্থা চালু করা এবং

৬) বরেন্দ্র এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন দক্ষ কৃষক তৈরি করা।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বরেন্দ্র অঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকায় দীঘি/জলাশয় পুণঃখননপূর্বক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৯ থেকে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও পোরশা উপজেলায় ২৩ একরের (১৩.৭৮ ও ৯.২২) ২টি জলাশয়/দীঘি পুনঃখনন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত আছে যার খনন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। খননকৃত জলাশয়ের চারপাশে ৮০০০টি ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এছাড়া পোরশা উপজেলার নওদহ জলাশয়ে ০২টি ওয়াটার কন্ট্রোলিং গেট, ০২টি ঘাট ও ৮০০ মিটার প্রটেকশন ওয়ার্ক এবং পত্নীতলা উপজেলার বাকরইল জলাশয়ে ২৫০ মিটার সারফেস ড্রেন ও ০৩ টি ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ফলে একদিকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় ৩৫৫ হেক্টর জমিতে আমন ও বোরো চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা যাবে পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা বজায় থাকবে। সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৫৪০০ জন জনবল প্রত্যক্ষভাবে প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে/করবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ক) ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৫১০ কিঃমিঃ খাল/ছোট নদী, ৫৯০টি মজা পুকুর/বিল পুনঃখনন এবং রাবার ড্যামসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;
খ) হার্ড বারিন্দ অঞ্চলে ২০০টি ডাগওয়েল খনন;
গ) সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ৩৫০০ কিঃ মিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং পানি সাশ্রয়ী আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার;
ঘ) প্রায় ৫০০টি সোলার সেচযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ;
ঙ) পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদী হতে পানি সরবরাহ পূর্বক হার্ড বারিন্দ এলাকায় সেচ সম্প্রসারণ;
চ) ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ৯% থেকে ৩০% এ উন্নীতকরণ;
ছ) ধানের পরিবর্তে স্বল্পপানি প্রয়োজন হয় এমন ফসল উৎপাদন এবং বোরো ধানের পরিবর্তে আউস ধান চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;
জ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক পরিমান বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ;
ঝ) খাবার পানির সংকট নিরসনে স্থাপিত গভীর নলকূপ ও পাতকূয়া হতে গ্রামে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং
ঞ) ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের লক্ষ্যে রিচার্জ ওয়েল স্থাপন।

উপসংহার:

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ অতিব জরুরী। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে উক্ত কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল পুনঃখনন করে সেচকাজে ভু-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে বিধায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সেচকাজে ৩০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার পরিকল্পনা কৃষি মন্ত্রণালয়ের রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে বিএমডিএ কর্তৃক সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে এলএলপি স্থাপন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। পরবর্তিতেও এধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া খড়া প্রবন বরেন্দ্র এলাকায় ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমও অব্যাহত রাখা হয়েছে।

.....